DEC. 29 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ .....

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে 'তথ্য-প্রযুক্তি' অন্তর্ভুক্ত করা হবে

----------প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তথ্য-প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এখন থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে পাঠ্যসূচিতে তথ্য-প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। একই লক্ষ্যে একটি পৃথক তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং আইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়াবেন না; ছাত্রাবাস ও শ্রেণীকক্ষে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। এর অন্যথা হলে আমাদের কঠোর হতে হবে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান আয়োজিত এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপিকা জেড.এন. তাহমিদা বেগম, অধ্যাপক লুৎফর রহমান, রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সেলিম।

উদ্বোধনী ভাষণে বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন, এ দেশকে একুশ শতকে তথ্য-প্রযুক্তিতে পুরোপুরি সমৃদ্ধ ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা আমাদের প্রতিটি নির্বাচনী অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করব? সরকার গঠনের পর এ অল্প সময়ের মধ্যে প্রধান জেলা শহরগুলোতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাইবার ক্লাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে ডিজিটাল বৈষম্য আছে তা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের প্রশংসা করে বলেন, কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারের এটি উজ্জ্বল দিক আর এ কারণেই শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন ও সফটওয়্যার শিল্পসহ সকলের জন্য কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সহজলভ্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বে এখন সফটওয়্যার শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। তাই মেধাবী ও উদ্যমী তরুণদেরকে কাজে লাগিয়ে সফটওয়্যার রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সরকার ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেবে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে। এতে খরচ ও সময় বাঁচবে, ঘটে যাবে নতুন বিপ্লব তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী দর্শনে আমাদের গভীর বিশ্বাস থাকলেও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির কোন জাতীয়তাবাদ নেই, নেই কোন গণ্ডি, রাষ্ট্রীয় বা ভৌগোলিক সীমানা। মানুষের সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনই বিশ্বজনীন।

তিনি শিক্ষাঙ্গনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, ঐতিহ্য ও সুনাম নানা কারণে নষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে জাতির মেধা-মননের বিকাশের প্রসঙ্গ ও ভবিষ্যৎ অনেকখানি জড়িয়ে আছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানের আগের গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি এ সময় শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা রাজনীতিতে জড়াবেন না।

অনুষ্ঠানে মান্নান ভূঁইয়া বলেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের সরকার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আইটি ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারণ করা হবে।

এহসানুল হক মিলন বলেন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগোপযোগী বিষয় খুলতে হবে। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনে আমেরিকা, জাপানসহ বিশ্বের ১৫টি দেশ অংশ নিচ্ছে। এতে তথ্য-প্রযুক্তির সাম্প্রতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে। অনুষ্ঠান আজ শনিবার শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল অভিনন্দন জানায়। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যানার, ফ্যাস্টুন উঁচিয়ে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানায়। অভিনন্দন জানানোর সময় ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের পকেট থেকে তার মোবাইল ও মানিব্যাগ চুরি হয়ে যায়।

গত ১৬ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল দখলের সময় বন্দুকযুদ্ধে অংশ নেয়ার দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবাঞ্ছিত ও বহিষ্কৃত এক ছাত্রদল নেতাকে গতকাল শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমনের সময় ক্যাম্পাসে ঘুরতে দেখা গেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী এ ঘটনার দায়ে অভিযুক্ত সকলকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।